গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
চিকিৎসা শিক্ষা শাখা

নং-স্বাপকম/চিশিজ/বেসমেক-২/২০০৯/ ২৮

তারিখঃ১৪/০১/২০১০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ বেসরকারী পর্যায়ে মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল স্থাপন ও পরিচালনার নীতিমালা ২০১০।

১. ভূমিকা:
বেসরকারী খাতে মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল স্থাপন ও পরিচালনার দিক নির্দেশনা প্রদান তথা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের মান এবং সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক সুদক্ষ মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট টেনিং স্কুল গড়ে তোলার লক্ষে সরকার নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করলেন।

২. শিরোনামঃ
এই নীতিমালা বেসরকারী পর্যায়ে মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল স্থাপন ও পরিচালনার নীতিমালা ২০১০ নামে অভিহিত হবে এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৩। মুল উদ্দেশ্যঃ
৩.১। বেসরকারী মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) প্রতিষ্ঠা এবং মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার দিক নির্দেশনা প্রদান করা।
৩.২। বেসরকারী পর্যায়ে মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট প্রশিক্ষণ প্রসারের সুযোগ, গুনগতমান ও সুষ্ঠ পরিচালনার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা।
৩.৩। দক্ষ মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট সরবরাহ বৃদ্ধি করে দেশের দারিদ্র ও গ্রামীন অঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা এবং বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের চাহিদা পুরণে সহায়তা করা।
৩.৪। দক্ষ মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট তৈরী ও তাদের দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা।

৪। নীতিমালা প্রয়োগঃ
৪.১। এই নীতিমালা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট কোর্স কার্যক্রম চালু করতে আগ্রহী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যিকভাবে প্রতিপালন নির্দেশক হবে।
৪.২। এই নীতিমালার যে কোন ধারার অথবা এর আংশিক লংঘন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট কোর্স অনুমোদন বাতিলের কারণ হিসেবে গণ্য হবে।
৪.৩। বেসরকারী পর্যায়ে মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন/অনাপত্তি/বাতিল করা সহ সকল ক্ষমতা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংরক্ষণ করবে।

৫. প্রকল্প অনুমোদন, অনুমতি ও অধিভূক্তি ঃ

৫ক: প্রকল্প অনুমোদন ঃ
০১। কোন বেসরকারী মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠান এমন নামে স্থাপন করা যাবে না যে নামে একটি বিদ্যমান সরকারি বা বেসরকারী ম্যাটস অথবা অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইতিপূর্বে স্থাপিত হয়ে উক্ত নামেই বহাল আছে অথবা যে নামের সাথে প্রস্তাবিত নামের সাদৃশ্য আছে।
০২। কোন উদ্যোক্তা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়ার পুর্বে বেসরকারী ম্যাটস প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে পারবে না।
০৩। উদ্যোক্তাগণ নির্ধারিত প্রকল্প ছকে (প্রকল্প ছকঃ সংযুক্তিঃ ১ঃ১) বেসরকারী খাতে ম্যাটস স্থাপনের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ে আবেদন করবেন। আবেদন পত্রের সাথে ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার (অফেরত যোগ্য) পরিচালক, চিশিজ এর অনুকূলে এই কাজের জন্য পরিচালিত হিসাবে জমা দিতে হবে। এই টাকা আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শনের কাজে ব্যয় করা যাবে। নিম্নলিখিত পরিদর্শন কমিটি প্রকল্পটি পরীক্ষা ও পরিদর্শন করে

যথাযথভাবে মন্তব্য সহকারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি প্রতিবেদন ৩০ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। মন্ত্রণালয়ের নিকট সন্তোষজনক এবং দেশের সার্বিক চাহিদার প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে মন্ত্রণালয় প্রকল্প অনুমোদন ও প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করবে। অনুমতি প্রাপ্তির এক বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে ব্যর্থ হলে অনুমতি বাতিল বলে গন্য হবে।

সরকারী অনুমোদন প্রাপ্তির পর অনুমোদন ফি হিসাবে সরকারী কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা এককালীন জমা দিতে হবে। অনুমোদন ফি জমা দেয়ার পর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র গ্রহণ করতঃ শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে হবে। প্রতি ২(দুই) বছর অন্তর সরকারী অনুমোদন নবায়নের জন্য নবায়নের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৬ মাস পূর্বে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দিয়ে চালানের কপি সহ আবেদন করতে হবে এবং নবায়ন পুর্বক ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করতে হবে। অন্যথায় সরকারী বিধি মোতাবেক ব্যবস্হা গ্রহণ করা হবে।

" বেসরকারী খাতে প্রস্তাবিত মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল পরিদর্শন কমিটি"

১। পরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্হ্য জনশক্তি উন্নয়ন, স্বাস্হ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা -----আহ্বায়ক।
অথবা তার মনোনীত প্রতিনিধি অধ্যাপক পদমর্যাদাভূক্ত।
২। পরিচালক, সেন্টার ফর মেডিকেল এ্যডুকেশান, মহাখালী, ঢাকা-১২১২ ----- সদস্য।
৩। যে এলাকায় প্রস্তাবিত বেসরকারী ম্যাটস প্রতিষ্ঠিত হবে উক্ত এলাকার সরকারী ম্যাটসের অধ্যক্ষ ------ সদস্য।
৪। সচিব, বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ, ৮৬ বিজয় নগর -------- সদস্য।
৫। উপ-পরিচালক (চিকিৎসা সহায়তা), স্বাস্হ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা ------- সদস্য সচিব।

৫খ) অধিভূক্তি (এফিলিয়েশন)ঃ

মন্ত্রণালয়ের অনুমতিসহ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন ও শিক্ষা কার্যক্রম আরম্ভ করার পর বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদে অধিভূক্ত হওয়ার জন্য অনুষদের বিধি মোতাবেক আবেদন করতে হবে। অনুষদ যথাযথ আনুষ্ঠানিকতা সহকারে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং নীতিমালার আলোকে সন্তোষজনক বিবেচিত হলে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ২(দুই) বৎসরের অধিক নয় অধিভূক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। মেয়াদ শেষে অনুষদের বিধি মোতাবেক অধিভূক্তি নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে এবং নবায়ন পূর্বক ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করতে হবে। নীতিমালা বা সরকারী আদেশ নির্দেশ অমান্য করলে অনুষদ যে কোন সময়ে জরিমানা/অধিভূক্তি বাতিল করতে পারবে।

৫খ) বিএমএন্ডডিসি স্বীকৃতিঃ

অনুমোদিত ম্যাটস প্রতিষ্ঠান শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর ১ (এক) বৎসরের মধ্যে বিএমএন্ডডিসিতে রেজিষ্ট্রেশন ভুক্ত হতে হবে।

৬। কোর্স, পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা অনুষ্ঠান ঃ

(ক) কোর্স সমুহঃ অনুমোদন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং কোর্স পরিচালনা করতে পারবে।

(খ) পাঠ্যক্রমঃ বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ অনুমোদিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী কোর্সে পাঠদান ও পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। পাঠদান বিষয় সমূহের সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষক জনবল নিয়োজিত রাখতে হবে।

(গ) পরীক্ষা অনুষ্ঠানঃ কোর্স কারিকুলাম, পরীক্ষা পদ্ধতি ও পরীক্ষা সূচী অনুযায়ী সকল পরীক্ষা বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে এবং পাশকৃতদের অনুষদ সনদপত্র প্রদান করবে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ কর্তৃক অনুমোদিত কেন্দ্রে লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আবেদন করতে হবে।

৭। ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি, নিবন্ধিকরণ, আসন সংখ্যা, বেতন ও ফি সমুহঃ

(ক) ছাত্র/ছাত্রী ভর্তিঃ ভর্তি ইচ্ছুক প্রার্থীদেরকে যে কোন শিক্ষা বোর্ড অথবা সরকার কর্তৃক যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ন্যূনতম পক্ষে এস,এস,সি বিজ্ঞান/ সমমান পরীক্ষায় (পদার্থ, রসায়ন/জীববিদ্যাসহ) সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভর্তির নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। কোন বিদেশী ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করতে হলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(খ) ছাত্র/ছাত্রী নিবন্ধীকরণঃ প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের নামের তালিকা বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ নির্ধারিত তারিখের মধ্যে অনুষদে প্রেরণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের নিয়ম অনুসারে নিবন্ধিকৃত হওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে।

(গ) আসন সংখ্যাঃ অনুমোদিত আসন সংখ্যার বেশি ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না। বিদ্যমান অবকাঠামো, শিক্ষা উপকরণ ও একাডেমিক জনবলের ভিত্তিতে আসন সংখ্যা অনুমোদন করা যাবে। আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আনুপাতিক হারে অন্যান্য অবকাঠামো সম্প্রসারণ, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ বৃদ্ধি ও আনুপাতিকহারে শিক্ষক নিয়োগদান সম্পন্ন করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে হবে এবং বিধি মোতাবেক পরিদর্শন স্বাপেক্ষে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের পর বর্ধিত আসনে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা যাবে।

(ঘ) বেতন ও ফি সমুহঃ ছাত্র/ছাত্রীর উপর ধার্যকৃত বেতন ও ফি এর পরিমাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আবেদনের সাথে উল্লেখ থাকতে হবে। গরীব ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য কমপক্ষে ৫% (শতকরা পাঁচ জন) এর বেতন ও ফি রেয়াত/হ্রাস করণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮। প্রকল্প বাস্তবায়ন তহবিল ও সংরক্ষিত তহবিল ঃ

ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন তহবিল ঃ ম্যাটস প্রতিষ্ঠান প্রকল্প বাস্তবায়ন সহ প্রতিষ্ঠানটি পুর্নাঙ্গভাবে স্থাপন এবং অব্যাহত উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক একাউন্টে কমপক্ষে ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকার চলমান স্থিতি থাকতে হবে।

(খ) সংরক্ষিত তহবিলঃ যে কোন তফসিলি ব্যাংকে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এফ,ডি,আর হিসাবে ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকার একটি সংরক্ষিত তহবিল থাকবে যা বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের গভর্ণিং বডির অনুমতি ছাড়া উত্তোলন ও ব্যয় করা যাবে না মর্মে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক থেকে একটি প্রত্যয়নপত্র (লিয়েন মার্ক করে) অনুষদে দাখিল করতে হবে। তবে সংরক্ষিত তহবিলের মেয়াদী আমানতের উপর অর্জিত সুদ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে উত্তোলন ও ব্যয় করা যাবে। স্থায়ী আমানতের বিপরীতে কোন লোন নেয়া যাবে না। সংরক্ষিত তহবিলের দলিলপত্র স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়/ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর / সচিব, বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ কর্তৃক চাহিবা মাত্র প্রদর্শন করতে বাধ্য থাকবে। কখনও যদি কোন প্রতিষ্ঠানের অনুমতি/ অধিভুক্তি প্রত্যাহার করা হয় অথবা যদি প্রতিষ্ঠানটির অবসান ঘটে, তাহলে এই অর্থ অনুষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবহৃত হবে।

৯। ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য উদ্যোক্তাদের গঠনতন্ত্র/ মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন মোতাবেক ৭ সদস্য বিশিস্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ হতে একজন করে মনোনীত সদস্য, সংশ্লিষ্ট ম্যাটসের অধ্যক্ষ সদস্য এবং উদ্যোক্তাদের মধ্য হতে ৪ (চার) জন সদস্য সমম্বয়ে ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হবে। কমিটি ২(দুই) বছর মেয়াদের জন্য গঠিত হবে। প্রথম সভা অনুষ্ঠানের দিন হতে কমিটির মেয়াদ গণনা করা হবে। কমিটি গঠনের পর ৩০ দিনের মধ্যে নুতন কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠান করতে ব্যর্থ হলে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে অনুমোদনে একটি এডহক কমিটি গঠন করবেন। গঠিত এডহক কমিটি ৬ মাসের মধ্যে নুতনভাবে নিয়মিত কমিটি গঠন পূর্বক অনুমোদনার্থে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। ন্যূনতম ৩ মাস অন্তর ব্যাবস্থাপনা কমিটির সভা আহবান করে সভার কার্যবিবরণী স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ অনুষদে প্রেরণ করতে হবে।

১০। জমি, ভৌত অবকাঠামো, জনবল কাঠামো, যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরণঃ

(ক) জমিঃ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমিতে শিক্ষার উপযোগী পরিবেশে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হবে। প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো ও ভবনাদি নির্মাণ এবং আদর্শ ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত নির্ধারিত পরিমাণ জমির (যা প্রতিষ্ঠানের নামে রেজিষ্ট্রিকৃত) দলিলের কপি আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। আবেদনের সাথে প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট জমিতে সাইট প্ল্যান ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত স্থাপত্য নক্সার কপি সংযুক্ত করতে হবে। প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আবেদনের সময় প্রতিষ্ঠানের নামে জমির বৈধ কাগজপত্র দাখিল করতে হবে। অনুমোদন প্রাপ্তির ৪ (চার) বছরের মধ্যে নিজস্ব জমিতে নিজস্ব ভবনে প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর করতে হবে।

(খ) ভৌত অবকাঠামো ও ভবনাদিঃ ৫০ জন ছাত্র/ছাত্রীর আসন বিশিষ্ট ম্যাটস প্রতিষ্ঠান চালু করার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১০,০০০ (দশ হাজার) বর্গফুট ফ্লোরস্পেস থাকতে হবে। এছাড়া প্রতি ৫০ জন ছাত্র/ছাত্রী বৃদ্ধির জন্য আরও ২,০০০ (দুই হাজার) বর্গফুট ফ্লোরস্পেস বাড়াতে হবে। একাডেমিক ভবন এবং কক্ষসমূহের ধরণ ও আয়তন ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ও পাঠ্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। অনুমোদিত জনবল কাঠামোর উপর ভিত্তি করে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অফিস কক্ষ উপযুক্ত আয়তন সম্পন্ন হতে হবে। ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ও কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা দানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণী কক্ষ, ব্যবহারিক কক্ষ ও টিউটরিয়াল কক্ষ স্থাপন করতে হবে। এছাড়া প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হল, কক্ষ, লাইব্রেরী, ও মিউজিয়াম

এবং ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসের জন্য এক বা একাধিক জেনারেল হাসপাতালে কমপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ) শয্যা থাকতে হবে যেখানে পর্যাপ্ত রোগীর (দৈনিক ২০ জন) উপস্থিতি থাকে। যদি আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোন হাসপাতাল না থাকে সেক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসের জন্য কমপক্ষে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট এক/একাধিক এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক রোগীর উপস্থিতি থাকে এমন বেসরকারী (সরকারী অনুমোদিত) হাসপাতালের সাথে অ্যাফিলিয়েশন থাকতে হবে (এ সংক্রান্ত চুক্তিপত্র আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।) প্র্যাকটিসের সময় শিক্ষার্থীর সাথে যোগ্য শিক্ষক/টিউটর অবশ্যই রাখতে হবে এবং যাতায়াতে জন্য যানবাহনের সু-ব্যবস্থা করতে হবে। খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদানের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকতে হবে। এছাড়া বিভাগওয়ারী ষ্টোর, বিশেষ শিক্ষা দান/ব্যবহারিক কক্ষ এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক টয়লেট থাকতে হবে। উক্ত অবকাঠামোর নীচতলায় অবশ্যই গাড়ী পার্কিং এবং ছাত্র/ছাত্রীদের বিচরণ বা বিনোদনের জন্য পর্যাপ্ত জায়গার ব্যবস্হা রাখতে হবে।

(গ) জনবল কাঠামোঃ পূর্ণকালীন শিক্ষক জনবল প্রাপ্তিতে সমস্যা হলে কোর্স প্রধান ছাড়া অন্যান্য শিক্ষকদের কোর্সওয়ারী মোট সংখ্যার অনুর্ধ ২৫% (শতকরা পঁচিশ ভাগ) পর্যন্ত খন্ডকালীন কিংবা ভিজিটিং শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে। প্রশাসনিক জনবলের ক্ষেত্রে কোন খন্ডকালীন নিয়োগ চলবে না। সম্মানী শিক্ষক কিংবা স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক নিয়োজিত হতে পারবেন তবে তাঁরা মূল জনবল কাঠামোর অর্ন্তভূক্ত হবেন না। একাডেমিক জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুষদ কর্তৃক নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে হবে। একাডেমিক জনবল অনুর্ধ ৫০ জন ছাত্র/ছাত্রীর জন্য প্রযোজ্য ধরে বেসরকারী ম্যাটস জনবল কাঠামো সংযুক্ত করা হল (জনবল তালিকাঃ সংযুক্তি- ২ঃ১)।

(ঘ) যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরণঃ কারিকুলাম ভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য সকল প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকতে হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কেলিটন, মানবদেহের যথেষ্ট সংখ্যক হাড়, মডেল চার্ট, চকবোর্ড, ওভারহেড প্রজেক্টর, মাল্টিমিডিয়া কম্পিউটার ইত্যাদি থাকতে হবে। (যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরন তালিকাঃ সংযুক্তি- ৩ঃ১, ৩ঃ২ এবং ৩ঃ৩)।

(ঙ) ছাত্র/ছাত্রীর ভর্তির পূর্বেই বিষয়ভিত্তিক ল্যাবরেটরী এবং হাসপাতাল অথবা বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষন কেন্দ্র তৈরী করতে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে এবং তা সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত হতে হবে।

১১। বিবিধঃ

০১) প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পরিবর্তনঃ অনুমোদন প্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান তার ঠিকানা পরিবর্তন করতে হলে অনুষদের প্রচলিত নিয়মে আবেদন করবে। অনুষদের পরিদর্শন কমিটি পরিবর্তিত ঠিকানায় অধিভুক্তপ্রাপ্ত শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ সুবিধা সরেজমিনে তদন্ত করে পরিদর্শন রিপোর্ট ইতিবাচক হলেই অনুষদ ঠিকানা পরিবর্তনের অনুমতি প্রদান করবে। তবে উল্লেখ থাকে যে, পৌরসভা/মেট্রোপলিটন এলাকায় অ্যাফিলিয়েশন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা গ্রাম এলাকায় স্থানান্তর করতে পারবে না এবং গ্রাম এলাকায় অ্যাফিলিয়েশন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা পৌরসভা/ মেট্রোপলিটন এলাকায় স্থানান্তর করতে পারবে না।

০২) প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন ঃ অনুমোদন প্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান তার নাম পরিবর্তন করতে চাইলে মন্ত্রণালয়ের প্রচলিত নিয়মে আবেদন করবে এবং মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন কমিটি সরজমিনে তদন্ত করে যথার্থ মনে করলে নাম পরিবর্তনের সুপারিশ করবে। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

(০৩) প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান বা দাতা সংস্হার নিকট থেকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

(০৪) কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত ও বাস্তবসম্মত ব্যয় প্রদান স্বাপেক্ষে এবং পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে (সরকারী হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান এর কর্তৃপক্ষ ও বেসরকারি ম্যাটস (কর্তৃপক্ষ) সরকারী হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান বেসরকারি ম্যাটস প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রীদের ক্লিনিকেল ট্রেনিং এর জন্য ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

(০৫) নীতিমালায় বর্ণিত শর্তাদি পূরণ স্বাপেক্ষে বর্তমানে হেলথ টেকনোলজি কোর্স চালু আছে এমন প্রতিষ্ঠানে ম্যাটস অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে বর্তমান ম্যাটস প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় টিচিং স্টাফ ও ফ্লোরস্পেস থাকলে হেলথ টেকনোলজী কোর্স চালু করা যেতে পারে।

(০৬) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ট্রেনিং পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বাৎসরিক বাজেটের সংস্থান থাকতে হবে এবং প্রাথমিকভাবে আবেদনপত্রের সাথে এ সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণাদি পেশ করতে হবে।

(০৭) এ নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সকল পদ্ধতি, কার্যক্রম, প্রয়োজনীয় ছক এবং আনুষাঙ্গিক নিয়মকানুন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত হবে।

(০৮) এ নীতিমালার আওতায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ প্রয়োজনে নিয়ম ও পদ্ধতি প্রণয়ন করতে পারবে।

(০৯) ইতোমধ্যে স্থাপিত/ অনুমোদন প্রাপ্ত সকল বেসরকারী ম্যাটস এই নীতিমালার আওতাভুক্ত বলে গন্য হবে এবং ১(এক) বছরের মধ্যে নীতিমালার শর্তাবলী পালন করতে হবে ।

(১০) বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের আইনানুগ এবং বিধি সম্মত আদেশ নির্দেশ প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে মেনে চলতে হবে।

(১১) উল্লেখিত নীতিমালা প্রতিপালন না হলে সরকার যে কোন সময় ৬ (ছয়) মাসের নোটিশে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কোর্স বন্ধ করে দিতে এবং প্রচলিত আইন অনুযায়ী উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় -এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(১২) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় যে কোন সময় বাস্তব প্রয়োজনে এবং সময়ের চাহিদা মিটানোর জন্য এই নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করতে পারবে।

(১৩) এ নীতিমালা অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ সাইদুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং-স্বাপকম/চিশিজ/বেসমেক-২/২০০৯/ ২৮/১ (ক) তারিখ-১৮/০১/২০১০ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ
১। মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন ও চিশিজ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩। ডীণ, চিকিৎসা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়/রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়/ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
৪। ডীণ ও চেয়ারম্যান, ডেন্টাল ফ্যাকাল্টি, বিএসএমএমইউ, শাহবাগ, ঢাকা।
৫। পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৬। পরিচালক, সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন, মহাখালী, ঢাকা।
৭। উপ-সচিব (চিশিজ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৮। মহা-সচিব, বিএমএ, বিএমএ ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা।
৯। রেজিষ্ট্রার, বিএমএন্ডডিসি, ২০৩, সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বরনী, ঢাকা।

(মোঃ সাইদুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং-স্বাপকম/চিশিজ/বেসমেক-২/২০০৯/২৮/১ (৫) তারিখ-১২/০১/২০১০ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ
১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টা মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেঁজগাও, ঢাকা।
৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ে একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মোঃ সাইদুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন-৭১৬৯৭৩০